পেঁয়াজ চাষের বিস্তারিত বিবরণী

ফসলের জাত পরিচিতি

জাতের নাম : বারি পেঁয়াজ-১

জনপ্রিয় নাম : তাহেরপুরি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩০

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

উচ্চ ফলনশীল, পেঁয়াজের আকার চ্যাপ্টা, গোলাকার, বোঁটা চিকন, মধ্যমাকৃতির, লালচে পাটল বর্ণের এবং অধিক ঝাঁঝযুক্ত। বাল্বের ওজন ৩০-৪০ গ্রাম। আগাম চাষ করা যায়, সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৬-২৩

লাইন থেকে লাইন (ইঞ্চি) : ৮

পেঁয়াজ থেকে পেঁয়াজ (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪৫ - ৬৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১২-১৬

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৫ - ১২গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

আগামঃ মধ্য ফেব্রু-মার্চের ১ম সপ্তাহ বীজ বপন নাবীঃ মধ্য জুন-মধ্য জুলাই বীজ বপন মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

রোপনের ৯০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে শীতকালিন পেঁয়াজ তোলার উপযুক্ত।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

জাতের নাম : বারি পেঁয়াজ-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গ্রীষ্মকালীন স্বল্প মেয়াদী, গোলাকার ও লালচে। অধিক ঝাঁঝযুক্ত, ওজন ৩৫-৫৫ গ্রাম। সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশী।

লাইন থেকে লাইন (ইঞ্চি) : ৮

পেঁয়াজ থেকে পেঁয়াজ (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪০ - ৪৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-২২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৫ - ১৬

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

আগামঃ মধ্য ফেব্রু-মার্চের ১ম সপ্তাহ বীজ বপন এবং এপ্রিল মাসে ৪০-৪৫ দিনের চারা রোপণ   নাবীঃ জুন-জুলাই বীজ বপন

ফসল তোলার সময় :

চাষের ক্ষেত্রে রোপনের ৬০-৭০ দিন এবং নাবি চাষের চারা রোপনের ৯৫-১১০ দিন ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

জাতের নাম : বারি পেঁয়াজ-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গ্রীষ্মকালে চাষ উপযোগী স্বল্প সময়ের ফসল। পেঁয়াজের আকার গোলাকার ও লালচে বর্ণের। অধিক ঝাঁঝযুক্ত, ওজন ৪৫-৬৫ গ্রাম। সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশী।

লাইন থেকে লাইন (ইঞ্চি) : ৮

পেঁয়াজ থেকে পেঁয়াজ (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪০ - ৪৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৮-২২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৫ - ১৬ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

আগামঃ মধ্য ফেব্রু-মার্চের ১ম সপ্তাহ বীজ বপন এবং এপ্রিল মাসে ৪০-৪৫ দিন বয়সের চারা রোপণ নাবীঃ মধ্য জুন-মধ্য জুলাই বীজ বপন।

ফসল তোলার সময় :

চাষের ক্ষেত্রে রোপনের ৬০-৭০ দিন এবং নাবি চাষের চারা রোপনের ৯৫-১১০ দিন ।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : পেঁয়াজের স্টেমফাইলিয়াম লিফ ব্লাইট রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

জাতের নাম : বারি পেঁয়াজ-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩০

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

উফশী জাত। পেঁয়াজের আকৃতি গোলাকার ও ধূসর লালচে, ঈষৎ লম্বাটে, চিকন বোঁটা এবং মাঝারি ঝাঁঝযুক্ত, ওজন ৬০-৭০ গ্রাম। সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশী।

লাইন থেকে লাইন (ইঞ্চি) : ৮

পেঁয়াজ থেকে পেঁয়াজ (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪০ - ৪৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৮-২২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০ - ১২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

আগামঃ মধ্য ফেব্রু-মার্চের ১ম সপ্তাহ বীজ বপন নাবীঃ মধ্য জুন-মধ্য জুলাই বীজ বপন মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

রোপনের ৯০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে শীতকালিন পেঁয়াজ তোলার উপযুক্ত।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : পেঁয়াজের পার্পল ব্লচ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

জাতের নাম : বারি পেঁয়াজ-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

স্বল্পমেয়াদী উফশী জাত। পেঁয়াজের আকার গোলাকার এবং লালচে বর্ণের। অধিক ঝাঁঝযুক্ত, ওজন ৫৫-৭০ গ্রাম। সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশী।

লাইন থেকে লাইন (ইঞ্চি) : ৮

পেঁয়াজ থেকে পেঁয়াজ (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪০ - ৪৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৮-২০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০ - ১২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

আাগাম ও নাবী খরিফ

ফসল তোলার সময় :

রোপনের ৯০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে শীতকালিন পেঁয়াজ তোলার উপযুক্ত

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

জাতের নাম : বারি পাতা পেঁয়াজ-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

প্রতি গাছে ৬-৮টি গোছা থাকে। পাতার সংখ্যা প্রতি গোছায় ৪-১১টি।

লাইন থেকে লাইন (ইঞ্চি) : ৮

পেঁয়াজ থেকে পেঁয়াজ (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩২ - ৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৮-১০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৫ - ১৬ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

সারা বছর

ফসল তোলার সময় :

সারা বছর

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : পেঁয়াজের পার্পল ব্লচ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

ফসলের পুষ্টি মান

পুষ্টিমান :

পেঁয়াজ খাবার হজমের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন এনজাইম বাড়াতে সাহায্য করে। যার ফলে দ্রুত খাবার হজম হয়। একটি বড় পেঁয়াজে ৮৬.৮ শতাংশ পানি, ১.২ শতাংশ প্রোটিন, ১১.৬ শতাংশ শর্করা জাতীয় পদার্থ, ০.১৮ শতাংশ ক্যালসিয়াম, ০.০৪ শতাংশ ফসফরাস ও ০.৭ শতাংশ লোহা থাকে। এছাড়া পেঁয়াজের পাতা ও ডাটাতে ভিটামিন সি এবং ক্যালসিয়াম রয়েছে ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

বীজ ও বীজতলা

বর্ণনা : হালকা দোঁ-আশ মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণ জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে চাষ করলে পেঁয়াজ বেশ বড় ও ভারী হয় এবং সেগুলো অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায়। ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরে করে এবং প্রতি বর্গ মিটার বীজতলায় ১০-১৫ কেজি শুকনা গোবর ও ২ কেজি ছাই মিশিয়ে মাটি সমান করে জমি তৈরি করুন।

ভাল বীজ নির্বাচন :

প্রত্যায়িত বীজেরমানঃ

১। বিশুদ্ধতা (কম পক্ষে ওজনের %): ৯৭.০০

২। অপদ্রব্য(সর্বাধিক ওজনের %): ৩.০০

৩। অন্য বীজ (সর্বাধিক ওজনের %): ক) অন্য ফসলের বীজ (পরীক্ষিত নমুনার সবগুলো; সর্বাধিক % সংখ্যা): কেজিতে ১০টি

খ) মোট আগাছার বীজ (পরীক্ষিত নমুনার সবগুলো; সর্বাধিক % সংখ্যা): কেজিতে ১০টি

৪।গজানোর হার(কম পক্ষে %): ৬৫.০০

৫। আর্দ্রতা(সর্বাধিক %): ৮.০০

৬। বাস্পনিরোধক পাত্রে আর্দ্রতা (সর্বাধিক %): ৬.০০। ভাল বীজ পেকেটজাত । ট্যাগ/লেভেলে তার মান লেখা থাকে । ভাল বীজ তরতাজা /উজ্জ্বল, এর গজানোর হার ও ফলন বেশি। পাত্রের সব বীজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বাভাবিক ও একই আকার-প্রকারের। চিটা ও আগাছার মাত্রা, রোগ, পোকা ও অন্য বীজের মিশাল মুক্/ নগণ্য বা খুবই কম । এতে আবাদ খরচ কমে, তবে ফলন বাড়ে ।

হলুদ ট্যাগ/লেভেলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে এবং সাদা/ নীল ট্যাগ/লেভেলে সরকারের তত্ত্বাবধানে উৎপাদিত ও পরীক্ষিত ।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : বীজতলা সাড়ে ৬ হাত × সোয়া ২ হাত আকারের এবং ৩-৪ ইঞ্চি উচু হতে হবে। প্রতি বীজতলায় ২৫-৩০ গ্রাম বীজ বুনতে হয়। প্রতি বিঘা জমিতে চারা উৎপাদনের জন্য সাড়ে ৬ হাত × সোয়া ২ হাত আকারের ১২০-১৩০ টি বীজতলার প্রয়োজন। বীজ বপনের আগে বীজতলা শোধন করে নেয়া উচিৎ। বীজতলার উপর ৪ ইঞ্চি মোটা করে খড় বিছিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বীজতলা শোধন করা যেতে পারে। প্রতি কেজি বীজের সাথে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে বীজ শোধন করা যায়।

বীজতলা পরিচর্যা : প্রতিটি বীজতলায় ৩-৫ ঝুড়ি পচা গোবর এবং ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করে এবং উপরে সামান্য কাঠের ছাই ছড়িয়ে বীজতলা তৈরী করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

চাষপদ্ধতি :

রোপণ পদ্ধতিঃ লাইন থেকে লাইন দূরত্ব ৬ ইঞ্চি এবং পেঁয়াজ থেকে পেঁয়াজের দূরত্ব ৪ ইঞ্চি রাখতে হবে। সরাসরি জমিতে বীজ বুনে, পেঁয়াজের চারা রোপণ করে পেঁয়াজ উৎপাদন করা যায়। সরাসরি ছোট ছোট পেঁয়াজ লাগিয়েও পেঁয়াজের চাষ করা যায়। সাধারণ অক্টোবর থেকে নভেম্বর (আশ্বিন-কার্তিক) মাসে বীজতলায় বীজ বোনা হয় এবং ৫০-৫৫ দিন পর চারা জমিতে রোপণ করা হয়। চারার শিকড় ও মাথা কেটে জমিতে রোপণ করতে হয়। সমগ্র উত্তরাঞ্চল, যশোর, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর অঞ্চলে সারা বছর ধরে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষ করা

হয়। গ্রীষ্মকালে ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই এবং বর্ষাকালে জুলাই থেকে অক্টোবর এবং শীতকালে অক্টোবর থেকে জানুয়ারি মাসে পেঁয়াজ চাষ করা যায়।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা

মৃত্তিকা :

পানি জমেনা এমন হালকা বেলে দো-আঁশ থেকে দো-আঁশমাটি।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

শতক প্রতি সার পচা গোবর ৩২-৪০ কেজি, ইউরিয়া ৯৭০ গ্রাম, টিএসপি ৮৯০ গ্রাম, পটাশ সার ৬১০ গ্রাম, জিপসাম ৪৪০ গ্রাম দিবেন । শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি, জিপসাম এবং ইউরিয়া ও পটাশের অর্ধেক জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ও পটাশ সার যথাক্রমে চারা রোপণের ২৫ দিন এবং ৫০ দিন পর ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সেচ ব্যবস্থাপনা

সেচ ব্যবস্থাপনা :

চারা মাটিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ৩ দিন অন্তর অন্তর সেচ দিন। পেঁয়াজ ফসল দীর্ঘদিন সেচ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলে এবং হঠাৎ করে সেচ দিলে পেঁয়াজ ফেঁটে যেতে পারে এবং বাজার মূল্য কমে যায়। তাই সবসময় জমিতে জো অবস্থা বজায় রাখুন। সেচের পর জমি নিড়ানি দিয়ে আলগা করে দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

বর্ষা মৌসুমে যাতে বৃষ্টির পানি দাঁড়াতে না পারে সেজন্য নিকাশ নালা রাখতে হবে। পেঁয়াজ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। পেঁয়াজের জমিতে পানি নিকাশের ব্যবস্থা রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাস জাতীয় বীরুৎ আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরে আগাছার কন্দমূল নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গাল দিয়ে ও হাতড়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাস জাতীয় বীরুৎ আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরে আগাছার কন্দমূল নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গাল দিয়ে ও হাতড়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : শ্যামা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাস জাতীয় আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : মুথা/ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী সেজ/বীরুৎ জাতীয় আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আবহাওয়া ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলা মাসের নাম : মাঘ

ইংরেজি মাসের নাম : জানুয়ারী

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি , খরিফ- ১

দুর্যোগের নাম : অতিরিক্ত কুয়াশা, শিশির ও আর্দ্র আবহাওয়া

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

অতি ঘন করে পেঁয়াজ লাগাবেন না। সুস্থ, নীরোগ বীজ ও চারা ব্যবহার করুন। নভেম্বরের ১-১৫ তারিখের মধ্যে কন্দ রোপণ করুন। কই জমিতে বার বার পেঁয়াজ/রসুন চাষে বিরত থাকুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলুন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : গণ মাধ্যমে বার্তা শোনা

প্রস্তুতি : জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। বপনের পূর্বে বীজ শোধন করা (ভিটাভেক্স-২.৫ গ্রাম বা ব্যাভিষ্টিন- ২ গ্রাম প্রতি কেজি বীজ) বা ট্রাইকোডারমা ভিড়িডি (৩-৪ গ্রাম/ কেজি বীজ) দ্বারা শোধন করা। সুষম হারে সার প্রয়োগ করুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

কৃষিতথ্যসার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

বাংলা মাসের নাম : ফাল্গুন

ইংরেজি মাসের নাম : জুন

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি , খরিফ- ১

দুর্যোগের নাম : ঝড় বৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

নিষ্কাশন নালা প্রস্তত রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : গণ মাধ্যমে বার্তা শোনা

প্রস্তুতি : লাইনে বুনুন, যাতে জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার নালা রাখুন। জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করা ব্যবস্থা রাখুন। বাড়তি ফসল তুলে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

কৃষিতথ্যসার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : এপ্রিল

ফসল ফলনের সময়কাল : খরিফ- ১ , খরিফ-২

দুর্যোগের নাম : খরা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

সেচ নালা, সেচ যন্ত্র প্রস্তত রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

ঝর্না দিয়ে সেচ দিন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : গণ মাধ্যমে বার্তা শোনা

প্রস্তুতি : লাইনে বুনুন,যাতে জমিতে সেচের নালা তৈরি করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

কৃষিতথ্যসার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

বাংলা মাসের নাম : শ্রাবণ

ইংরেজি মাসের নাম : জুলাই

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি , খরিফ- ১ , খরিফ-২

দুর্যোগের নাম : খরিফে অতিবৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

সেচ নালা প্রস্তত রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

প্রস্তুতি : লাইনে বুনুন, যাতে জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার নালা রাখুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

কৃষিতথ্যসার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ফসলের পোকামাকড়

পোকার নাম : পেঁয়াজের কাঁটুই পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : অল্পবয়স্ক পোকা এক ধরনের মথ। ডিম ফুটে কালো মাথাওয়ালা মেটে রঙের ৫-৬ সেমি কীড়া ফসলের ক্ষতি করে।

ক্ষতির ধরণ : এ পোকা রাতের বেলা চারা মাটি বরাবর কেটে দেয়। সকাল বেলা চারা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায় ।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

পোকামাকড় জীবনকাল : কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , কান্ডের গোঁড়ায়

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (কেয়ার ৫০ এসপি অথবা সানটাপ ৫০ এসপি ২০ মিলি / ৪ মূখ) অথবা ল্যামডা-সাইহ্যালোথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (ক্যারাটে ২.৫ ইসি অথবা ফাইটার প্লাস ২.৫ ইসি ১৫ মিলি / ৩ মূখ) ১০ লিটার প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ভালোভাবে জমি চাষ দিয়ে পাখিদের পোকা খাবার সুযোগ করে দিন। পাখি বসার জন্য ক্ষেতে ডালপালা পুতুন। প্রতিদিন সকালে জমি পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

সকাল বেলা কেটে ফেলা চারার আশে পাশে মাটি খুঁড়ে পোকা বের করে মেরে ফেলা।কেরোসিন মিশ্রিত পানি সেচ দেয়া।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : পেঁয়াজের এরিওফাইট মাকড়

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : ছোট এক ধরনের মাকড়।

ক্ষতির ধরণ : মাকড়ের আক্রমণে পেঁয়াজের পাতা কুঁকড়িয়ে জড়িয়ে যায় এবং বাদামি রং ধারণ করে। পেঁয়াজের আকার ছোট হয়ে ফলন কম হয়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

পোকামাকড় জীবনকাল : কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : সম্পূর্ণ গাছ

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , ফেজ -১ , পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

সালফার জাতীয় (যেমন কুমুলাস ডিএফ বা রনোভিট ৮০ ডব্লিউজি বা থিওভিট ৮০ ডব্লিউজি বা সালফোলাক ৮০ ডব্লিউজি, ম্যাকসালফার ৮০ ডব্লিউজি বা সালফেটক্স ৮০ ডব্লিউজি ২৫ গ্রাম)অথবা এবামেক্টিন জাতীয় (ভার্টিমেক ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

সুষম সার ব্যবহার করুন। সঠিক দুরত্বে চারা রোপনকরুন। ক্ষেত পরিস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন । জমিতে পরিমিত পরিমানে জৈবসার প্রয়োগ করা । নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

ক্ষেত থেকে মাকড় বা ডিমসহ আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা/ ডাল কেটে দেয়া অপসারণ করা ।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : পেঁয়াজের এরিওফাইট মাকড়

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : ছোট এক ধরনের মাকড়।

ক্ষতির ধরণ : মাকড়ের আক্রমণে পেঁয়াজের পাতা কুঁকড়িয়ে জড়িয়ে যায় এবং বাদামি রং ধারণ করে। পেঁয়াজের আকার ছোট হয়ে ফলন কম হয়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

পোকামাকড় জীবনকাল : কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : সম্পূর্ণ গাছ

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , ফেজ -১ , পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

সালফার জাতীয় (যেমন কুমুলাস ডিএফ বা রনোভিট ৮০ ডব্লিউজি বা থিওভিট ৮০ ডব্লিউজি বা সালফোলাক ৮০ ডব্লিউজি, ম্যাকসালফার ৮০ ডব্লিউজি বা সালফেটক্স ৮০ ডব্লিউজি ২৫ গ্রাম)অথবা এবামেক্টিন জাতীয় (ভার্টিমেক ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

সুষম সার ব্যবহার করুন। সঠিক দুরত্বে চারা রোপনকরুন। ক্ষেত পরিস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন । জমিতে পরিমিত পরিমানে জৈবসার প্রয়োগ করা । নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

ক্ষেত থেকে মাকড় বা ডিমসহ আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা/ ডাল কেটে দেয়া অপসারণ করা ।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : পেঁয়াজের থ্রিপস পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : এক ধরনের ২-৩ মিমি আকারের কালো রঙের পোকা।

ক্ষতির ধরণ : পোকা গাছের কচি পাতা ও ফুলের রস খেয়ে গাছকে দুর্বল করে ফেলে। এদের আক্রমণের কারণে পাতায় বাদামি দাগ হয়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক, কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : ফেজ -১ , পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

ডাইমেথোয়েট জাতীয় কীটনাশক (রগর অথবা টাফগর ২০ মিলি অথবা ৪ মুখ)অথবা ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করা। আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য :

প্রাথমিক অবস্থায় শুকনো ছাই প্রয়োগ করা। পরিস্কার পানি জোরে স্প্রে করা। আধা ভাঙ্গা নিম বীজের (৫০ গ্রাম এক লিটার পানিতে ২৪ ঘণ্টা ভেজানর পর মিশ্রণটি ছাঁকতে হবে) রস আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করতে হবে। সাবানের পানি (১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম) স্প্রে করা যেতে পারে ।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : পেঁয়াজের ঘোড়া পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : অল্পবয়সী পোকা এক ধরনের মথ। ডিম ফুটে সবুজ রঙের ২-২.৫ সেমি কীড়া ফসলের ক্ষতি বাস করে।

ক্ষতির ধরণ : পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ক্ষতি করে ।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

পোকামাকড় জীবনকাল : কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : আগা , পাতা , ডগা , কচি পাতা , সব

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

কার্বারিল জাতীয় কীটনাশক (সেভিন ৮০ ডব্লিউপি ৩০ গ্রাম)অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ইসি ১০ মিলি/ ২ মুখ) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

ভালোভাবে জমি চাষ দিয়ে পাখিদের পোকা খাবার সুযোগ করে দিন। পাখি বসার জন্য ক্ষেতে ডালপালা পুতুন। চারা লাগানোর প্রতিদিন সকালে ক্ষেত পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

পাতায় ডিম / পোকা দেখলে তা তুলে ধ্বংস করতে হবে। ভালভাবে পোকা দমন করতে হলে ক্ষেতের আশে পাশে বা অন্য আগাছা থাকলে তা পরিস্কার করে ফেলতে হবে।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসলের রোগ

রোগের নাম : পেঁয়াজের কন্দ ফেটে যাওয়া সমস্যা

রোগের কারণ : অজীবানু ঘটিত

ক্ষতির ধরণ : দীর্ঘ খরা হলে বা শুষ্ক ও গরম হাওয়ার ফলে শারীরবৃত্তীয় কারণে অথবা মাটি অধিক শক্ত থাকলে অথবা হঠাৎ সেচ দেয়া বা অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার বা হরমোন প্রয়োগের কারণে পেঁয়াজের কন্দ ফেটে যেতে পারে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , বীজ

ব্যবস্থাপনা :

কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- এইমকোজিম ২০ গ্রাম)অথবা মেনকোজেব+ মেটালোক্সিল জাতীয় ছত্রাকনাশক (রিডোমিল গোল্ড ২০গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

খরা মৌসুমে নিয়মিত পরিমিত সেচ দিন। পর্যাপ্ত জৈব সার প্রয়োগ করুন। রোপণের পূর্বে ভালোভাবে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করুন। অতি ঘন করে পেঁয়াজ চাষ করবেন না।

অন্যান্য :

আক্রান্ত অংশ ছাটাই করে ধ্বংস করা। ইউরিয়া সার প্রয়োগ বন্ধ করা। আরও বিস্তারিত জানতে স্থানীয় কৃষি অফিস এ যোগাযোগ করুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : পেঁয়াজের গলা ও কন্দ পঁচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পেঁয়াজের পাতা হালকা সবুজ হতে হলুদ রং ধারণ করে এবং আগা থেকে পাতা শুকাতে থাকে। এক সময় গোড়ায় পানি ভেজা পঁচন দেখা যায় এবং অনেক সময় গাছ গোড়ায় ভেঙ্গে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : গোঁড়া

ব্যবস্থাপনা :

কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- এইমকোজিম ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

সুস্থ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন। সুষম সার প্রয়োগ করুন। একই জমিতে বার বার পেঁয়াজ আবাদ না করা। বপনের পূর্বে বীজ ট্রাইকোডারমা ভিড়িডি (৩-৪ গ্রাম/ কেজি বীজ) দিয়ে শোধন করুন

অন্যান্য :

আক্রান্ত অংশ সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন। আক্রান্ত ক্ষেতের পানি দিয়ে আরেক জমিতে সেচ দেবেন না। ফসল সংগ্রহের পর পরিত্যাক্ত অংশ ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : পেঁয়াজের বাল্ব পচা রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : রোগের আক্রমনে পাতায় ও বীজকান্ডে পানি ভেজা তামাটে, বাদামি বা হালকা বেগুনি রংয়ের দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত পাতা উপর থেকে মরে আসে। এক সময় গাছ ভেঙ্গে যায়। একধরণের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , বীজ

ব্যবস্থাপনা :

প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) অথবা মেনকোজেব+ মেনকোজেব+ মেটালোক্সিল জাতীয় ছত্রাকনাশক (রিডোমিল গোল্ড ২০গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

অতিরিক্ত ঘন করে পেঁয়াজ লাগাবেন না। সুষম সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা করুন। একই জমিতে বার বার পেঁয়াজ-রসুন চাষ করবেন না। আগাছা পরিস্কার রাখুন। আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না।

অন্যান্য :

আক্রান্ত অংশ ছাটাই করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : পেঁয়াজের স্টেমফাইলিয়াম লিফ ব্লাইট রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : প্রথমে পাতা ও বীজহীন কান্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানি ভেজা বাদামি বা হলুদ রং এর দাগের সৃষ্টি হয় । দাগের মধ্যবর্তী অংশ প্রথমে লালচে বাদামী ও পরবর্তীতে কালো বর্ণ ধারণ করে আক্রান্ত পাতা উপর থেকে মরে যেতে পারে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , বীজ , পেঁয়াজ

ব্যবস্থাপনা :

মেনকোজেব+ মেটালোক্সিল জাতীয় ছত্রাকনাশক (রিডোমিল গোল্ড ২০গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

অতিরিক্ত ঘন করে পেঁয়াজ লাগাবেন না। সুষম সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা করুন। একই জমিতে বার বার পেঁয়াজ-রসুন চাষ করবেন না। আগাছা পরিস্কার রাখুন। আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না।

অন্যান্য :

আক্রান্ত অংশ ছাটাই করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : পেঁয়াজের ড্যাম্পিং অফ রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পেঁয়াজের পাতা হালকা সবুজ হতে হলুদ রং ধারণ করে এবং আগা থেকে পাতা শুকাতে থাকে। এক সময় গোড়ায় পানি ভেজা পঁচন দেখা যায় এবং অনেক সময় গাছ গোড়ায় ভেঙ্গে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ডের গোঁড়ায়

ব্যবস্থাপনা :

কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- এইমকোজিম ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

সুস্থ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন। সুষম সার প্রয়োগ করুন । একই জমিতে বার বার পেঁয়াজ আবাদ না করা। বপনের পূর্বে বীজ ট্রাইকোডারমা ভিড়িডি (৩-৪ গ্রাম/ কেজি বীজ) দিয়ে শোধন করুন।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

আক্রান্ত অংশ সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন। আক্রান্ত ক্ষেতের পানি দিয়ে আরেক জমিতে সেচ দেবেন না। ফসল সংগ্রহের পর পরিত্যাক্ত অংশ ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : পেঁয়াজের ব্ল্যাক স্টক রট

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগের আক্রমণে বীজকান্ডে হলুদ হতে তামাটে দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত বীজ কান্ডে ছত্রাকের ঘন আবরণ দেখা যায়। এক সময় বীজকান্ড ভেঙ্গে যায়। একধরণের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , বীজ

ব্যবস্থাপনা :

প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

অতিরিক্ত ঘন করে পেঁয়াজ লাগাবেন না। সুষম সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা করুন। একই জমিতে বার বার পেঁয়াজ-রসুন চাষ করবেন না। আগাছা পরিস্কার রাখুন। আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না।

অন্যান্য :

আক্রান্ত অংশ ছাটাই করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : পেঁয়াজের পার্পল ব্লচ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : প্রথমে পাতা ও বীজহীন কান্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানি ভেজা বাদামি বা হলুদ রং এর দাগের সৃষ্টি হয়। দাগের মধ্যবর্তী অংশ প্রথমে লালচে বাদামী ও পরবর্তীতে কালো বর্ণ ধারণ করে এবং দাগের কিনারা বেগুনী বর্ণ ধারণ করে। আক্রান্ত পাতা উপরের দিক হতে ক্রমান্বয়ে মরে যেতে থাকে। ব্যাপকভাবে আক্রান্ত পাতা ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে হলদে হয়ে মরে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা

ব্যবস্থাপনা :

কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- এইমকোজিম ২০ গ্রাম)অথবা মেনকোজেব+ মেটালোক্সিল জাতীয় ছত্রাকনাশক (রিডোমিল গোল্ড ২০গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

অতিরিক্ত ঘন করে পেঁয়াজ লাগাবেন না। সুষম সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা করুন। একই জমিতে বার বার পেঁয়াজ-রসুন চাষ করবেন না। আগাছা পরিস্কার রাখা। আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না।

অন্যান্য :

আক্রান্ত অংশ ছাটাই করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফসল তোলা : পেঁয়াজ পরিপক্ক হলে পাতা ক্রমশ হলদে হয়ে যায় এবং পাতার অগ্রভাগ শুকিয়ে নুইয়ে পড়ে। যখন ৭০-৮০% পাতার অগ্রভাগ শুকিয়ে নেতিয়ে পড়ে তখনই পেঁয়াজ তোলার উপযুক্ত সময়। সাধারণত রোপনের ৯০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে শীতকালিন পেঁয়াজ তোলার উপযুক্ত হয়। গ্রীষ্মকালিন পাকা পেঁয়াজ বেশি দিন জমিতে থাকলে এর ঝাঁঝ কমে যায়। গ্রীষ্মকালিন পেঁয়াজ আগাম চাষের ক্ষেত্রে রোপনের ৬০-৭০ দিন এবং নাবি চাষের চারা রোপনের ৯৫-১১০ দিন দরকার হয়।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

পেঁয়াজ উত্তোলনের তিন সপ্তাহ আগে অবশ্যই সেচ দেওয়া বন্ধ করুন। আবহাওয়া যখন শুষ্ক থাকে তখন পেঁয়াজ সংগ্রহ করুন।

সংরক্ষণ : মেঝের দুই ফুট ওপরে নির্মিত মাচায় পেঁয়াজ রাখলে তাতে সর্বোচ্চ ১০-১৫ সেমি পুরু করে পেঁয়াজ রাখতে হবে। কিছুদিনের জন্য পাতলা চটের বস্তায় বা নেটের ব্যাগে পুরে পেঁয়াজ রাখা করা যায়। মাঝে মধ্যে সংরক্ষিত পেঁয়াজ নাড়াচাড়া করে দিতে হবে এবং পচা পেঁয়াজ বেছে সরিয়ে ফেলতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

বীজ সংরক্ষণ:

পেঁয়াজ তোলার পর ৮-১০ দিন ছায়ায় ভাল করে শুকিয়ে নিতে হবে। খারাপ বা পাকা পেঁয়াজ সরিয়ে ফেলতে হবে। যে জায়গায় পেঁয়াজ রাখা হবে সেখানে বায়ু চলাচলের সুযোগ থাকতে হবে।টিনের ঘরের সিলিং এ পেঁয়াজ রাখলে তা ৮ -১০ ইঞ্চি বেশি পুরু না করে না রাখাই ভালো। মেঝের দুই ফুট ওপরে নির্মিত মাচায় পেঁয়াজ রাখলে তাতে সর্বোচ্চ ৪-৬ ইঞ্চি মোটা করে পেঁয়াজ রাখতে হবে। কিছুদিনের জন্য পাতলা চটের বস্তায় বা প্লাস্টিকের নেটের ব্যাগে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা যায়। মাঝে মধ্যে সংরক্ষিত পেঁয়াজ নাড়াচাড়া করে দিতে হবে এবং পচা পেঁয়াজ বেছে সরিয়ে ফেলতে হবে। হিমাগারে ১০ থেকে ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং শতকরা ৬০-৭০ ভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় পেঁয়াজ অনেক দিন গুদামজাত করে রাখা যায়।. আমাদের দেশে অনেক দিন পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা হলে তা থেকে চারা বের হওয়ার সমস্যা দেখা যায়।

তথ্যের উৎস :কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর,২০১৭।

কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
বীজ উৎপাদনকারী চাষি, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আঞ্চলিক কেন্দ্র।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

সরকার ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর অনুমোদিত বীজ ডিলার।

সার ডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

খামার যন্ত্রপাতি

যন্ত্রের নাম : চাষাবাদে জমি কর্ষণে পাওয়ার টিলার/ হাইস্পিড রোটারি টিলার

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

ডিজেল চালিত।

যন্ত্রের ক্ষমতা : প্রচলতি পাওয়ার টিলার দিয়ে যেখানে ৫-৬টি চাষ প্রয়োজন হয়, হাইস্পিড রোটারি টিলার সেখানে ১-২টি চাষ যথেষ্ট। উন্নত মানরে শুকনা জমি চাষের যন্ত্র। ১২ অশ্ব শক্তিসম্পন্ন।

যন্ত্রের উপকারিতা :

প্রতি ঘন্টায় ০.১ হেক্টরে (২৪ শতাংশ) জমি চাষ করতে পারে। প্রচলিত টিলারের তুলনায় ৫০% সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

যন্ত্রের রোটারি ব্লেড শ্যাফট উচ্চ গতিতে ঘুরে বিধায় জমির ঢেলা খুব ছোট হয় ও মাটি ভাল গুঁড়া বা মিহি হয়।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহাররে পর মাটি ও কাঁদাপানি পরিস্কার করে রাখুন। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ মেকানিক দিয়ে যন্ত্র পরর্বতী কাজের জন্য মেরামত করে নিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বাজারজাতকরণ

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

স্থানীয়ভাবে ছালার বস্তায়, ঝুড়ি, ভ্যান গাড়ি ইত্যাদি

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ভ্যান গাড়ি, ট্রলি, ট্রাক, ভ্যান

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

মরিচ কাঁচা অবস্থায় স্থানীয় সবজি বাজারে এবং শুকনা মরিচ দোকানে পাওয়া যায়।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

কাঁচা মরিচ পলিথিন ব্যাগে প্যাকেট করে, শুকনা মরিচ চটের বস্তায় ভরে অথবা গুঁড়া করে বিভিন্ন কোম্পানি বাজারজাত করে থাকে ।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর,২০১৭।